রামিসা হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও সমাবেশ

রামিসা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ (ভিবিডি) মেহেরপুর জেলা শাখা ও ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)।

মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব। শিশু নির্যাতন ও হত্যার মতো ঘটনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তারা রামিসা হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, এ ধরনের নৃশংস ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজুর রহমান, জেলা ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্সের (এনসিটিএফ) সভাপতি সাব্বির হোসেন, সদস্য শাহিদুর রহমান আকাশ, আয়েশা সিদ্দিকা, মোবারক হোসাইন, মোস্তফা জাবাল, ফ্লোরা, প্রত্যাশা, অনন্যা, মায়াসহ আরও অনেকে।

চাঁদাবাজি নয়, ভাঙারি দোকানের

ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্বেই মিটফোর্ড হত্যাকাণ্ড: পুলিশ

পুরান ঢাকার মিটফোর্ড এলাকায় ভাঙারি দোকানের নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিরোধের জেরেই সোহাগকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে পুলিশ।

শনিবার (১২ জুলাই) দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) জসিম উদ্দিন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘অপরাধীদের সঙ্গে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, মিটফোর্ড এলাকায় একটি ভাঙারি দোকানের ব্যবসায় কারা অংশ নেবে, তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব চলছিল। সেই দ্বন্দ্ব ও লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধ থেকেই ঘটেছে এই হত্যাকাণ্ড।’

জসিম উদ্দিন বলেন, ‘ঘটনার পর এখন পর্যন্ত র্যাবের হাতে দুজন এবং পুলিশের হাতে তিনজনসহ মোট পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে। অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

মামলা নিতে চায়নি পুলিশ এমন অভিযোগ সত্য নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ঘটনার ১০ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। শুরু থেকেই আমরা ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি।’

জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমরা কোনো রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে এই মামলার তদন্ত করছি না। আমাদের কাছে অপরাধই মুখ্য। কারও রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের বিবেচ্য নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সোহাগের আগের কর্মকাণ্ডগুলোও খতিয়ে দেখছি। যদি তার পূর্ববর্তী কোনো বিষয়ে হত্যার কারণ থেকে থাকে, সেটিও আমলে নেয়া হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে জানান হয়, তদন্তের এ পর্যায়ে চাঁদাবাজির কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যতটুকু তথ্য মিলেছে, সবই পারস্পরিক ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব এবং আর্থিক লেনদেন ঘিরেই।

গত ৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬টার দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালের তিন নম্বর গেটসংলগ্ন রজনী ঘোষ লেনে সোহাগকে কুপিয়ে এবং মাথায় বড় পাথর

দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নেটিজেনদের মাঝে।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের

নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

সাবেক এসপি নাহিদকে প্রধান আসামি করে ২৬ জনের নামে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের জামায়াত নেতা ও ইউপি সদস্য (মেম্বর) আব্দুল জব্বারকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তৎকালিন পুলিশ সুপার (এসপি) একেএম নাহিদসহ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ও আওয়ামীলীগ নেতাসহ ২৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামের নামে মেহেরপুর আদালতে দুইটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তার বাড়ি থেকে আটক করে। ওই রাতেই তাকে গুলি করে হত্যার পর বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি আসামিরা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারের নাটক সাজায় আসামিরা।

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আব্দুল জব্বার হত্যাকাণ্ডের মামলায় এজাহার নামীয় ২৬ জন আসামির মধ্যে রয়েছেন- তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, সদর থানার এসআই শরজিদ কুমার ঘোষ, এসআই গাজী ইকবাল হোসেন, কনস্টেবল সাধন কুমার ও নারদ কুমার, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আব্দুল জাব্বরের ছেলে আব্দুল মালিতা বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআরএর নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদি পক্ষের আইনজীবী কামরুল ইসলাম। আসামিরা পরস্পর জোগসাজসে আব্দুল জব্বারকে আটক করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ইসলামি ভবাদর্শের তৃণমূলে নেতা এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি তার ছেলেকেও (মামলার বাদি) গ্রেফতার করে সদর থানা হাজতে রাখা হয়। পরে ছেলেকে একটি মামলা আদালতে সোপর্দ করা হলেও আব্দুল জব্বারকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শেষে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দুই মাস পর বাদি জামিনে মুক্তি পেয়ে স্বাক্ষীদের কাছ থেকে হত্যাকান্ডের বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগে গেল ৬ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তার ভাই। এ মামলটিরও প্রধান আসামি তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলাম। মামলাটিতে পুলিশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আসামি রয়েছেন।

মুজিবনগরে নেশা করতে নিষেধের জেরে কুপিয়ে ও পিটিয়ে দু’জনকে হত্যা (আপডেট)

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নেশা করতে নিষেধ করার জের ধরে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে কুপিয়ে এবং নেশাসক্ত অভিযুক্তকে গণপিটুনিদিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টার উপজেলার যতারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, যতারপুর গ্রামের সবজী ব্যবসায়ী ও মুজিবনগর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক ও আব্দুর রশিদের ছেলে সাইদুর রহমান (৩৫) ও একই গ্রামের আবুল হোসেন মন্ডলের ছেলে মাদক সেবী মনিরুল ইসলাম মনি (৩০)।
স্থানীয়রা জানান, মনিরুল ইসলাম এলকার একজন চিহ্নিত মাদকসেবী। সে প্রকাশ্যে মাদক সেবন করতো এবং মানসিক ভারসাম্য ছিল। হাতে সব হাঁসুয়া রাখতো, যে কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস পেতো না। ঘটনার সময় মনিরুল গ্রামের মাঁচায় বসে প্রকাশ্যে নেশা করছিল। এসময় সাইদুর রহমান তাকে নেশা করতে নিষেধ করে। এনিয়ে দু’জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মনিরুলের হাতে থাকা ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে সাইদুরের গলায় কোপ দেয় এবং উপুর্যপুরি কুপাতে থাকে। এতে ঘটনাস্থলেই সাইদুরের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা মনিরুলকে গণপিটুনি দিলে মনিরুল সেখানেই মারা যায়।
মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম জানান, মনিরুল ইসলাম মনি একজন মাদক সেবী সে রাস্তার পার্শে গাঁজা সেবন করছিলো। গাঁজা সেবনে বাধা দেওয়ায় প্রকাশ্য সাইদুর রহমানকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে

হত্যা করে। এসময় স্থানীয়রা মাদক সেবী মনিরুল ইসলাম মনিকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে।
তিনি আরো জানান, দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রস্তুতি চলছে।

সর্বনাশা পরকীয়া, তিন বছর পর জানা গেল শহিদুলের মৃত্যুরহস্য!

২০১৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শহিদুল ইসলাম (৪৭) নামে এক গরু ব্যবসায়ী। পরদিন মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার চীবর গ্রামে একটি ফাঁকা জমিতে তার লাশ পায় পুলিশ। এ সময় লাশটি গলা ও দুই পায়ের রগ কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল। তৎক্ষণাৎ পরিচয় জানতে না পেরে লাশটিকে অজ্ঞাত দেখিয়ে একটি মামলা করেন শ্রীপুরের ১ নম্বর গয়েশপুর ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস।

এ ঘটনার তিন বছর পর খুনের রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। অপহরণ মামলার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ এই খুনের রহস্য উদঘাটন করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার ডিআইজি শেখ নাজমুল আলম বলেন, অপহরণ মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর গত ২২ নভেম্বর কুমারখালী থেকে রোজিনা বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে রোজিনা হত্যার কথা জানিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। এখন আমরা আদালতে করা অপহরণ মামলাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে দেব এবং মাগুরার শ্রীপুর থানায় হওয়া হত্যা মামলাটি পুনর্জীবিত করার আবেদন করব।

জানা যায়, এক বছরের বেশি সময় ছেলের কোনো খোঁজ না পেয়ে শহিদুলের মা তমিরুন নেসা বাদী হয়ে কুষ্টিয়ার আদালতে একটি অপহরণ

মামলা করেন। মামলায় শহিদুলের মৃত শ্যালক মোতাহারের স্ত্রী রোজিনা বেগম, তার বাবা জব্বার শেখ ও মা মতিরন নেসাকে আসামি করা হয়। আদালত ২০১৯ সালের ৫ মার্চ মামলাটি থানাকে নিয়মিত মামলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এরপর পুলিশ সদর দফতর ওই বছরের ৫ নভেম্বর অপহরণ মামলাটি সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেয়।

সিআইডির তদন্ত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শহিদুলের শ্যালক মোতাহারের সঙ্গে রোজিনা বেগমের বিয়ে হয়। মোতাহারের ভালো ঘর না থাকায় সে বউ নিয়ে দুলাভাই শহিদুলের বাড়িতেই ছিলেন। এ সময় শ্যালকের বউয়ের প্রেমে পড়েন শহিদুল। বিষয়টি জানাজানি হলে মোতাহার তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাড়ি করে থাকা শুরু করেন। তবে এর কয়েক বছর পর মোতাহার মারা যান। এর মধ্যে শহিদুলের স্ত্রীও মারা যান। তখন শহিদুল শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়মিত করার চেষ্টা করেন। তাকে বিয়েও করতে চান। তবে সম্পর্ক থাকলেও শহিদুলকে বিয়ে করতে রাজি হননি রোজিনা। এদিকে তার গ্রামে এই সম্পর্ক নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

পরবর্তীতে রোজিনা তার বাবার বাড়িতে চলে যান। তবে শহিদুলের সঙ্গে রোজিনার যোগাযোগ ছিল। কয়েকমাস পর রোজিনা ঢাকার মানিকগঞ্জে চলে আসেন। আকিজ গ্রুপে কাজ নেন। সেখানে মোমিন নামে একজনের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক হয়। মোমিনের গ্রামের বাড়ি মাগুরার শ্রীপুরে। তাকে বিয়ে করেন রোজিনা। তবে এরপরও শহিদুল তাকে ফোন করতেন। পরে মোমিন ও রোজিনা পরিকল্পনা করেন শহিদুলকে হত্যা করার। এরপর তারা দু’জন ঢাকা থেকে মাগুরার শ্রীপুরে চলে যান।

রোজিনা শহিদুলকে ফোন করে জানান, তিনি তাকে বিয়ে করবেন। ২০১৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাতে বিয়ের কথা বলে শ্রীপুরে নিয়ে যাওয়া হয় শহিদুলকে। শ্রীপুরের লাঙ্গলবাদ বাজার থেকে এক কেজি মিষ্টি কেনেন শহিদুল। ওই বাজারে আগে থেকেই শহিদুলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন রোজিনা ও মোমিন। তারা দু’জন শহিদুলকে একটি খোলা মাঠ থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে যান।

দূরের আলো দেখিয়ে রোজিনা শহিদুলকে বলেন, ‘ওই বাতিজ্বলা বাড়িটি আমার বান্ধবীর, সেখানে যাব।’ এরপর খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে তাকে নিয়ে যান। মাঠের কিছু দূর যাওয়ার পর রোজিনা ও মোমিন মিলে শহিদুলকে জাপটে ধরেন। প্রায় আধাঘণ্টা তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এরপর শহিদুল ক্লান্ত হয়ে গেলে রোজিনা তার বুকের ওপরে উঠে বসে দুই হাত চেপে ধরেন। এক পর্যায়ে মোমিন চাকু দিয়ে গলায় একাধিকবার

ছুরিকাঘাত করেন। মৃত্যু নিশ্চিত করতে তার হাত পায়ের রগ কেটে দেন মোমিন। ধস্তাধস্তির সময় চাকুর আঘাতে মোমিন ও রোজিনারও হাত কেটে যায়। তাই তারা বাড়িতে গিয়ে জানান, ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিলেন।

পরের দিন শ্রীপুর থানা পুলিশ অজ্ঞাত হিসেবে শহিদুলের লাশ উদ্ধার করে। ধারণা করা হয়েছিল চরমপন্থিরা তাকে হত্যা করেছে। একটি হত্যা মামলা হলেও থানা পুলিশ তদন্তের কোনো কূলকিনারা না করতে পারায় হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। লাশ অজ্ঞাত হিসেবেই থাকে। কারণ ওই এলাকায় শহিদুলকে কেউ চিনতে পারেনি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই সুজিত কুমার কর জানান, তিনি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে প্রথমে শহিদুলের সর্বশেষ অবস্থান কোথায় ছিল তা শনাক্তের চেষ্টা করেন। প্রযুক্তির সাহায্যে তিনি জানতে পারেন, সর্বশেষ অবস্থান ছিল মাগুরার শ্রীপুরের লাঙ্গলবাদ বাজারে। রোজিনারও অবস্থান ছিল একই এলাকায়। এরপর তারা রোজিনাকে ঢাকার আশুলিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পরবর্তীতে তার দেওয়া তথ্যে গত ৭ ডিসেম্বর নরসিংদীর মাধবদী উপজেলা থেকে মোমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনিও হত্যার কথা স্বীকার করেছেন।

কোটচাঁদপুরে সুজনের আত্মহত্যা নয়, করা হয় হত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে সুজন হালদার (৩২) নামে এক লেবার শ্রমিক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার জট খুলতে শুরু করেছে। আত্মহত্যা নয়! সুজনকে হত্যা করা হয়েছে এমন প্রমান মিলেছে ময়না তদন্ত রিপোর্টে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আক্তারুজামান লিটন। সুজনের স্বজনদের অভিযোগ স্ত্রীর পরকীয়ার কারনে সুজনকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

গেল (২৪ নভেম্বর) শনিবার সকালে শহরের সলেমানপুর পালপাড়া এলাকার

একটি বাগানের আম গাছ থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে সুজন আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করে কোটচাঁদপুর থানায় একটি (ইউ,ডি) অপমৃত্যুর মামলা হয়।

কিন্তু বিষয়টি মানতে না পেরে সুজনের মা শ্রীমতি নয়ন হালদার বাদী হয়ে আদালতে ৪ জনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করেন। এদিকে গেল ১ ডিসেম্বর পুলিশের হাতে আসে ময়না তদন্ত রিপোর্ট। তদন্ত রিপোর্টে হত্যার প্রমান পায় পুলিশ। ওই দিনই হত্যা মামলা হয় থানায়। যার নম্বর-২,তারিখ-১-১২-২০২০। আটক করা হয় মামলার দুই আসামী সুজনের স্ত্রী রুপা হালদার ও রুপার ভাই মহাদেব হালদারকে। এ দুই আসামী আটকের পর বাকিরা গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

৮/৯বছর পূর্বে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি গ্রামের বুদো হালদারের ছেলে সুজন হালদারের সঙ্গে কোটচাঁদপুর শহরের সলেমানপুর পাল পাড়ার মৃত অর্জুন এর মেয়ে রুপার বিবাহ হয়। বিয়ের পর থেকে সে কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর শ্বশুরবাড়ি হালদার পাড়ায় থাকত। প্রতিবেশি, সুবল হালদার ও সুমিত্রা হালদার জানান, বিয়ের পর থেকে তাদের মধ্যে বেশি একটা মিল ছিল না। যে কোন বিষয় নিয়ে গোলযোগ হত। কি কারনে তাকে হত্যা করা হয়েছে জানতে চাইলে বলেন,আমরা জানি সুজন আত্মহত্যা করেছে।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে এক প্রতিবেশি বলেন, রুপার পরকীয়া ছিল সুজনের মামাত ভাই অর্জুনের সঙ্গে। রুপা তাকে বিয়ে করতে ঘটনার ৭ দিন আগে ডির্ভোস করেন স্বামী সুজনকে। এ দিকে স্বজনদেরও অভিযোগ রুপার পরকীয়ায় জীবন দিতে হল সুজনকে।

এবিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আক্তারুজামান লিটন জানান, ময়না তদন্তে সুজনকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে বলে রিপোর্টে পাওয়া গেছে। ফলে হত্যা মামলা হয়েছে থানায়। এতোমধ্যে মামলার দুই আসামীকে আটকও করা হয়েছে।

কি কারনে হত্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে প্রমাণ মিলেছে পারিবারিক কলহের। তবে পরকীয়া নিয়েও পারিবারিক কলহ হতে পারে। তদন্ত চলছে, শেষ হলে আরো বিস্তারিত জানা যাবে। সেই সাথে বাকি আসামীদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানায় পুলিশ।

বরিশালে হত্যা করে লাশ ফেলে যায় কুষ্টিয়ায়

রাধা রানী (৪৩) নামের এক নারীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে। পুলিশি তদন্ত বলছে, হত্যাটি করা হয় বরিশালে। আর তার হত্যার দায় থেকে নিজেদের বাঁচাতে খুনিরা এ কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল না কেউই।

পুলিশ প্রথম ৬ ঘণ্টার মধ্যে নারীর নাম ঠিকানা সংগ্রহ, হত্যায় ব্যবহৃত মাইক্রোবাস জব্দসহ সকলকে গ্রেফতার করেছে। পরে ঘটনায় জড়িতদেরও শনাক্ত করে পুলিশ । নিহত রাধা রানী নীলফামারী সদর উপজেলার সন্তোষ চন্দ্র রায়ের স্ত্রী।

গতকাল রবিবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে হত্যার পুরো বিষয় জানিয়ে ব্রিফিং করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোস্তাফিজুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম আতিক, কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মজিবুর রহমান।

গত ৫ নভেম্বর কুমারখালী উপজেলার করাতকান্দি এলাকা থেকে এক অজ্ঞাত নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ওই নারীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে তার আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ভোটার তালিকার সহায়তায় পরিচয় বের করা হয়। ‘রাধা রানী রায় ঢাকায় কাজ করতেন। স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় বাবা সুনিল চন্দ্র রায়ের বাড়িতে থাকতেন, সেখানে আসা যাওয়া করতেন। এরই মাঝে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শোলক ইউনিয়নের বহরকাঠি গ্রামের আব্দুর রশিদের সাথে তার ঢাকায় পরিচয় হয়। ৭ মাস আগে তারা বিয়ে করেন। তবে রাধা রানীর পরিবারের কেউ বিষয়টি জানতো না।

আব্দুর রশিদের আরও একজন স্ত্রী রয়েছে। তার দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি প্রথম স্ত্রী জেনে গেলে মুসকিলে পড়েন আব্দুর রশিদ। এই

টানাপোড়োনে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী রাধা রানীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এরই মধ্যে চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে রাধা রানী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন আব্দুর রশিদ।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্দুর রশিদ রাধা রানীকে নীলফামারী নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করেন। ৪ নভেম্বর রাধা রানীকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আব্দুর রশিদ কয়েকজন সহযোগীসহ নীলফামারী রওনা হন। পথে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে কুমারখালী উপজেলার করাতকান্দি এলাকায় মৃতদেহ ফেলে রেখে যায়।

তিনি আরও জানান, নিহতের পরিচয় জানার পর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সিসি টিভির ফুটেজের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স চালক হানিফ মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। কুষ্টিয়া আদালতে হানিফ মোল্লা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে সব স্বীকার করেছে। পরে ঘাতক আব্দুর রশিদ ও তার সহযোগী আলামিন খলিফাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুরে ফারুক হত্যাকাণ্ডে মামলা দায়ের

মেহেরপুরে শহর সমাজ সেবা অফিসের মাঠকর্মী ফারুক হোসেনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় গতকাল রাত ১২ টা পর্যন্তÍ পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। তবে অভিযান চলছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে ফারুক হোসেনের স্ত্রী নাজমা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা বেশ কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। যার নম্বর-২৭।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান,কাউকে আটক করতে না পারলেও পুলিশি তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, গতকাল শুক্রবার বিকালে ফারুক হোসেনের লাশের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে সন্ধ্যার দিকে জানাযা শেষে দাফন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে কয়েকজন সন্ত্রাসী ফারুকে তার বাড়ির কাছের কাছের সড়কে কুপিয়ে হত্যা করে।